দন্ডিতের সাথে
দন্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার

"ধর্মের ওপরে বাংলায় এমন দলিল-বদ্ধ নাটক (ডকু-ড্রামা) হয়েছে বলে আমার জানা নেই, এ নাটক

মুসলমানের জন্য প্রয়োজন, আরো প্রয়োজন বাংলাদেশের মুসলমানের জন্য। ” - হুমায়ুন ফরীদি।

প্রথম পুরষ্কার
ইসলামি তথ্যনাটক
“নিঃশব্দ গণহত্যা”।

বাংলাদেশ থিয়েটার টরন্টো-র মঞ্চায়িত তথ্য-নাটক “নিঃশব্দ গণহত্যা” শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরষ্কার পেল শৃংগার আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক নাট্য প্রতিযোগিতায়, ১লা আগষ্ট ২০০৫ তারিখে। সেই সাথে পেল প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন নাটকে অংশ নেয়া অন্ততঃ একশ’ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দেয়া চারটে শ্রেষ্ঠ-অভিনয় পুরষ্কারের দু’টোও। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের বাইরে বহির্বিশ্বে এটাই সবচেয়ে বড় নাট্যোৎসব, দু’দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগের বছরগুলোতে বিচারক হয়ে এসেছিলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জী, বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্রের মত দিকপালেরা। এবারে বিচারক ছিলেন কলকাতার প্রবীণ নাট্যগুরু রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিখ্যাত নাট্যসঙ্গীত-গবেষক দেবজিৎ ব্যানার্জী আর বাংলাদেশের জননন্দিত শক্তিশালী অভিনয়-শিল্পী হুমায়ুন ফরীদি। হিলা-বিয়ের ওপরে বিভিন্ন আইন-কানুন ও দলিল-ভিত্তিক এ নাটক রাখা আছে JamatePislami.com সাইটে, মঞ্চে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত।

কেউ কেউ বলেন হিলা এখন সমাজ থেকে উঠে গেছে, তাই এখন আর হিলা’র ওপরে নাটকের দরকার নেই। আমার মনে হয় হিলা উঠে যাক বা না যাক, “শারিয়া আল্লা’র আইন” এ ভয়ংকর মিথ্যের ট্যাবু ভাঙ্গতে হিলা এক মোক্ষম অস্ত্র কারণ দেশের মানুষ ওটার বর্বরতা কাছ থেকে দেখেছে-বুঝেছে। তা ছাড়া হিলা-আইনের উদাহরণ দিয়ে শারিয়ার কোরাণ-লংঘনকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় যা সফলভাবে করা হয়েছে ‘নিঃশব্দ গণহত্যা”-য়। যেহেতু শারিয়া শুধুমাত্র মানবতা-বিরোধী আইনই নয় বরং আইনের ছদ্মবেশে বিশ্ব-পিছলামি রাষ্ট্রের বিষাক্ত বীজ, তাই শারিয়ার কোরাণ-বিরোধী চরিত্র তুলে ধরার বিকল্প নেই। ভারতে এ মুহুর্তেও তাৎক্ষণিক তালাকের নারী-নিধন নিয়ে তুমুল হৈ হৈ চলছে, ওখানকার মুসলিম পারসোন্যাল ল’ বোর্ড এ কুপ্রথাকে নিন্দা করলেও বাতিল করেনি বলে ওর বিরুদ্ধে দ্রোহিনীরা গড়ে তুলেছেন মুসলিম উইমেন পারসোন্যাল ল’ বোর্ড। হিলা’র অনেক সাম্প্রতিক খবর ধরে রাখা আছে খবরের কাগজ থেকে। এ অভিশাপের অমানবিকতা সবাই বোঝে কিন্তু ওটা বার বার ফিরে আসার সম্ভাবনা ততদিন থাকবে যতদিন ওটার কোরাণ-বিরোধীতা গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা না হবে।

প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের এ নাটক চলাকালীন রুদ্ধশ্বাস নিস্তব্ধতার পর নাটক শেষে মিলনায়তন মুষলধার হাততালিতে এমন বিস্ফোরিত হল যে মনে হচ্ছিল আসল পুরষ্কার তখনই অর্জিত হয়েছে, পরে বিচারে যা-ই হোক। অন্যান্য প্রতিযোগী নাটকের পরিচালকেরাও তখনই বলেছেন এ নাটক প্রথম হওয়াই উচিত। নাটক শেষে লব-কুশেরা যখন দর্শকদের হাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন তখন বিচারক নিয়ম ভুলে (অথবা ভঙ্গ করে) চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাল্টা অভিবাদন জানান, যা বিচারকদের করতে নেই এবং অন্যান্য নাটকের ক্ষেত্রে করেনও নি। পুরষ্কার ঘোষণার সময় বিচারকেরা বলেছেন সামাজিক অনাচার উচ্ছেদে যে সাহস ও দিক্‌দর্শনের দরকার হয় তা এ নাটকে আছে। হুমায়ুন ফরীদি বলেছেনঃ- “ ধর্মের ওপরে বাংলায় এমন দলিল-বদ্ধ নাটক (ডকু-ড্রামা) হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ নাটক মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করবে আল্লাহকে ভয় পাবার বদলে ভালোবাসতে। এ নাটক প্রয়োজনের নাটক। এ নাটক মুসলমানের জন্য প্রয়োজন, আরো প্রয়োজন বাংলাদেশের

মুসলমানের জন্য। এ নাটকে এমন সব ইসলামি ডকুমেন্ট দেখানো হয়েছে যা সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য জানাটা অসম্ভব জরুরী। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ এ নাটক দেখুক এটাই আমার একান্ত প্রত্যাশা'' - (স্বাক্ষরিত)।

পুরষ্কারের খবর প্রচারিত হবার পর দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে চিঠির বন্যায় যাঁরা আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছেন, মানবিক শব্দে-বাক্যে তাঁদের ধন্যবাদ দেয়া সম্ভব নয়। এই সেই লক্ষ লক্ষ হাত। শারিয়া জানে না সুদৃঢ় এক আন্তর্জাল তাকে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে চট্টগ্রাম থেকে চেচনিয়া, কসবা থেকে ক্যানাডা, নাটোর থেকে নেদারল্যান্ড, জামালপুর থেকে জার্মানী, ফরাসনগর থেকে ফ্রান্স, সিলেট থেকে সিঙ্গাপুর, বাসাবো থেকে বৃটেন পর্য্যন্ত। মানবতার এই লক্ষ লক্ষ হাত একদিন ক্ষুধিত অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরবে তাকে আদরে নয় আক্রোশে। শান্তি ও ন্যায়ের অনেক শক্তি, হিংস্রতা-অন্যায়ের চেয়ে অনেক বেশী। শতাব্দীর ক্ষত-বিক্ষত শান্তি-কপোত যেদিন রক্তচোখে ঘুরে দাঁড়াবে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে নয় প্রতিঘাতে প্রতিশোধে, সেদিন তার দুর্ধর্ষ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাবে এই শারিয়া-পুঙ্গবের দল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইসলামকে আজ অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক দিক দিয়ে দ্রুত পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তার দুর্বলতম জায়গা তার তত্ত্ব-দর্শন আর শারিয়া, সেখানেই রহস্যময় এক সোনার কৌটোর ভেতরে লুকিয়ে আছে এ দানবের প্রাণ-ভোমরা। দীঘির গহীন থেকে তুলে আনতেই হবে সেই কৌটো, জাতির সামনে খুলে ধরতেই হবে সে ভ্রমর, - তারপর এসপার কি ওসপার।

দুনিয়ায় বুশ-ব্লেয়ারের হিংস্রতার সাথে হাজারটা অন্যান্য সমস্যা তো আছেই, যে যেখানে পারে সমাধানের চেষ্টা করুক। কিন্তু যে দানব নিরপরাধের রক্তে করে আল্লা'র ইবাদত, যার হিংস্রতা ও ষড়যন্ত্রে ত্যক্ত-বিরক্ত আজ বিশ্ব-মানব, ইসলামের নামে যে ধ্বংস করে কন্যা-দয়িতা-জায়া-জননী আর পয়গম্বরের ললাটে এঁকে দেয় দুর্নামের কলংকতিলক, যে দানব আলোতে দেখে অন্ধকার আর অন্ধকারে দেখে জীবন তার গালে মানবতার পাঁচ আঙ্গুলের রক্তাক্ত দাগ ফুটিয়ে তোলাটা অত্যন্ত জরুরী।

সেদিনের মিলনায়তনে সেই প্রচন্ড ''চটাস'' শব্দ শুনেছে মহাকাল। কোন সুদুরে অতিত-ভবিষ্যতের হাজারো হতভাগিনী নুরজাহান-রোকেয়া-ফিরোজাদের অশ্রুসিক্ত চোখে তখন বিস্ময়ে ফুটে উঠছে তৃপ্তির হাসি, সেটাই এ নাটকের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার।

সাত ভাই চম্পা জাগো রে.....

ফতেমোল্লা
৭ আগষ্ট, ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)।
মসজিদের মিনারকে খাঁচা করে ক্রন্দসী বন্দিনী এঁকেছেন বিখ্যাত শিল্পী সৈয়দ ইকবাল। এটা শৈল্পিক প্রতীকী মাত্র।